জৈন অনেকান্তবাদ

বস্তুর সত্তা নিয়ে আলোচনা দর্শনশাস্ত্রের একটি অন্যতম বিষয়, যা বিশেষভাবে জৈন দর্শনের অধিবিদ্যক বা পরাতাত্ত্বিক আলোচনাতে লক্ষ্য করা যায়। সত্তা সম্পর্কে জৈন মত অনেকান্তবাদ নামে খ্যাত। তাঁদের মতে বস্তু অনন্তধর্মবিশিষ্ট(অনন্ত ধর্মকং বস্তু) বলে, তার কোন ধর্ম বা দিক সম্বন্ধে অবধারণ বা বচন আংশিক ও আপেক্ষিক সত্য। সৎ বস্তুর তিনটি লক্ষণ - উৎপত্তি, বিনাশ ও স্থায়িত্ব (উৎপাদ ব্যায় ধ্রৌবযুক্তং সৎ)।

প্রথম দুটি পরিবর্তশীলতার দিক। তৃতীয়টি স্থায়িত্বের দিক অর্থাৎ বস্তু একই সঙ্গে স্থিতিশীল ও পরিবর্তনশীল। বস্তুধর্ম দুই প্রকার। গুণ ও পর্যায়। ‘গুণ’ হচ্ছে স্থায়ী ধর্ম আর ‘পর্যায়’ হচ্ছে পরিবর্তনশীল ধর্ম। গুণের বিচারে বস্তু এক, নিত্য ও সৎ। আর পর্যায়ের বিচারে বস্তু বহু, পরিবর্তনশীল ও অসৎ। কাজে কাজেই বস্তু একই সঙ্গে স্থিতিশীল ও পরিবর্তনশীল, নিত্য ও অনিত্য, এক ও অনেক। যেমন আত্মার ক্ষেত্রে চেতনা নামক গুণ হচ্ছে স্থায়ী নিত্য ধর্ম। আর কামনা-বাসনা, সুখ-দুঃখ নামক পর্যায় হচ্ছে পরিবর্তনশীল অনিত্য ধর্ম।

অদ্বৈত বেদান্ত মতে, সৎ বস্তু নিত্য ও অপরিণামী অর্থাৎ যা অনিত্য ও পরিবর্তনশীল তা কখন সত্তা হতে পারে ন। কিন্তু আবার বৌদ্ধ দর্শনে নিত্য বস্তু বলে কোন কিছু স্বীকার করা হয় না। তাঁদের মতে পরিবর্তন সত্য। আর পরিবর্তনটা বস্তুর স্বরূপগত, যেহেতু বস্তুর স্বরূপেরই পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু জৈনমতে, অদ্বৈত নিত্যতাবাদ ও বৌদ্ধ পরিবর্তনবাদ - উভয় মতবাদই একান্তবাদের দোষে দুষ্ট। কারণ তাঁরা বলেন, সত্তার মধ্যে যেমন নিত্য অংশ আছে, তেমনি পরিবর্তনশীল অংশও আছে। গুণের দিক থেকে সত্তা নিত্য, পর্যায়ের দিক থেকে সত্তা অনিত্য ও পরিবর্তনশীল। এক দৃষ্টিভঙ্গীতে নিত্যতা সত্য, অপর দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তনই সত্য। কোন এক দৃষ্টিভঙ্গীতে যে আংশিক সত্য পাওয়া যায়, তাকে পূর্ণ সত্যরূপে গ্রহণ করলে 'একান্তবাদের' দোষ হয়। জৈনরা বলেন, সৎ বস্তুকে অনন্তধর্মবিশিষ্টরূপে স্বীকার করলে তবেই তার যথার্থ ব্যাখ্যা সম্ভব হতে পারে।

জৈনগণ অনেকান্তবাদী এবং বস্তুতান্ত্রিক। জৈনরা মনোনিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাই বস্তুতান্ত্রিক। আবার তাঁদের মতে, বস্তুমাত্রই অনন্তধর্মবিশিষ্ট। কোন 'একপক্ষ সিদ্ধান্ত' বা 'একান্ত' সিদ্ধান্ত আংশিক বা আপেক্ষিক সত্য, পূর্ণসত্য নয়। জৈনমতে, প্রত্যেক বস্তুর অসংখ্য ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক ধর্ম আছে। একটি সৎ বস্তুর স্বরূপ নিরূপণ করতে গেলে তার ভাবাত্মক ধর্মের জ্ঞান প্রয়োজন। যেমন একটি মানুষকে স্বরূপত জানবার জন্য তার ভাবাত্মক ধর্ম আকার, বর্ণ, আয়তন, ওজন জাতীয়তা, শিক্ষা, পেশা, জন্মস্থান, জন্মকাল, নিবাস, বয়স ইত্যাদি জানা প্রয়োজন। আবার মানুষটিকে সমগ্রভাবে জানার জন্য, তার অভাবাত্মক ধর্ম সমূহও জানা প্রয়োজন। কারণ, যে-কোন সৎ বস্তু স্ব-রূপে অস্তিত্বশীল, তেমনি স্বভিন্ন অন্যরূপে তা অস্তিত্বশীল নয়। একটি মানুষের সামগ্রিক স্বরূপ জ্ঞানের জন্য সে যে শিশু কিংবা বৃদ্ধ নয় তা জানা প্রয়োজন। একইভাবে, একটি ঘটে ঘট ভিন্ন নিখিল পদার্থের অভাব থাকে। তাই ঘটটিকে অনেকান্তস্বরূপ বললেই তার সম্যক ব্যাখ্যা হয়।

জৈনদের মতে, কর্মের প্রভাব বশতঃ বদ্ধ জীবের পূর্ণজ্ঞান সম্ভব নয়। কারণ, কর্ম হল জড়, তা পুদ্গল বা জড়াণু দ্বারা গঠিত। কর্মের প্রভাবে জীবের বন্ধন হয়। বদ্ধ জীব বস্তুর সম্পর্কে কেবল আংশিক জ্ঞানই লাভ করতে পারে। যিনি কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত, সেই সর্বজ্ঞ ব্যক্তিই পূর্ণজ্ঞানলাভে সমর্থ। অল্পজ্ঞ মানুষ বস্তুর অসংখ্য ধর্মের মাত্র কয়েকটিকে জানতে পারে। তাই লৌকিক জ্ঞান আপেক্ষিক ও আংশিক সত্য। জৈনগণ আরও বলেন, কোন একটি বস্তুকে সম্যকভাবে জানলে সর্বকালে ও সর্বদেশের সকল বস্তুর সম্যক জ্ঞান লাভ হয়।

‘‘যঃ একং জানাতি স সর্বং জানাতি।
যঃ সর্বং জানাতি স একং জানাতি।।’’ (ষড়দর্শনসমুচ্চয়)।

জৈনদের মতে, কোন মতবাদই পূর্ণ সত্য নয়। আবার পূর্ণ মিথ্যাও নয়। বিভিন্ন মতবাদকে সমন্বিত করলে তবেই পূর্ণ সত্য পাওয়া যেতে পারে। জৈনদের এই প্রকার অভিমতের মাধ্যমে অপরাপর মতবাদের প্রতি তাঁদের যেমন শ্রদ্ধাশীল মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি পক্ষপাতশূন্য মনোভাবও প্রকাশ পেয়েছে।

জৈনদের অনেকান্তবাদে যে আপেক্ষিকতাবাদ পরিস্ফূট হয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এঁদের মতে, একটি বস্তু অন্যান্য বস্তুর সাপেক্ষ। একটি বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে বা সামগ্রিকভাবে জানতে হলে, তার সঙ্গে সম্পর্কিত সকল বস্তুকে জানতে হবে, যা শুধুমাত্র কেবলজ্ঞানী বা সর্বজ্ঞ ব্যক্তির ক্ষেত্রে সম্ভব। 'যিনি সকল বস্তুকে জানেন, তিনি কেবল একটি বস্তুকে জানেন' অর্থাৎ কোন সত্তার সম্যকজ্ঞান বলতে তার ভাবাত্মক ও অভাবাত্মক সকল ধর্মের জ্ঞানকে বোঝায়। কিন্তু আমাদের জ্ঞান অর্থাৎ লৌকিক জ্ঞান কোন একটি দিক থেকে সত্য, আর এই জন্যই আমরা কলহে জড়িয়ে পড়ি। ব্যাপারটিকে জৈন দার্শনিকগণ একটি সুন্দর উদাহরণের সাহায্যে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন।

তাঁরা বলেন, লৌকিক জ্ঞান মাত্রই অন্ধব্যক্তির হস্তিজ্ঞান সদৃশ আংশিক সত্য। যে অন্ধব্যক্তি হাতির পা স্পর্শ করেছিল, সে বলল 'হস্তি স্তম্ভবৎ'; যে হস্তির পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করেছিল, সে বলল 'হস্তি পর্বতবৎ'; যে হস্তির শুঁড় স্পর্শ করেছিল, সে বলল 'হস্তি লতাগুল্মবৎ'; আর যে ব্যক্তি হাতির কান স্পর্শ করেছিল, সে বলল 'হস্তি কুলাবৎ'। এইভাবে বিভিন্ন অন্ধব্যক্তি হাতির বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করে হাতির আকার সম্পর্কে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয় এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ সিদ্ধান্তকে সামগ্রিক সত্য বলে মনে করে, কলহে লিপ্ত হয়। ঐ সকল সিদ্ধান্তের কোনটিই সামগ্রিক সত্য নয়, আংশিক বা আপেক্ষিক সত্য।

যেমন কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি অন্ধ ব্যক্তিদের নিজ নিজ আংশিক জ্ঞান সম্পর্কে আলোকপাত করে, তাদের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটান, তেমনি বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নিজেদের বক্তব্যকে চরম সত্য বলে দাবী করায় নানা মতভেদ ও বিবাদের উৎপত্তি হয়। জৈনদের মতে এই অল্পজ্ঞ ব্যক্তিরা যখন সর্ববিধ অজ্ঞতার আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে অনন্তধর্মবিশিষ্ট বস্তুর কেবলজ্ঞান লাভ করে জিন বা সর্বজ্ঞে উপনীত হন, তখন তারা নিজ নিজ সিদ্ধান্তের আংশিক ও আপেক্ষিক সত্যতা উপলব্ধি করেন এবং তখনই সকল মতভেদ ও বিবাদের অবসান ঘটে। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সম্যকজ্ঞান যেহেতু বস্তুর অন্যান্য ধর্ম বা জ্ঞানকে অপেক্ষা করে এবং এই জ্ঞান যেহেতু অনেকান্তবাদের দ্বারা সমর্থিত, তাই অনেকান্তবাদকে এই দিক থেকে আপেক্ষিকতাবাদ বলা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, অনেকান্তবাদ কোন চরম মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে না। অনেকান্তবাদ এক প্রকার আপেক্ষিকতাবাদ। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এই আপেক্ষিকতাবাদে ন্যায়শাস্ত্রের কোন নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে। কিন্তু তা হয় নি। একই দৃষ্টিভঙ্গিতে একই বস্তু স্থিতিশীল ও গতিশীল, এক ও অনেক ইত্যাদিরূপে পরিগণিত হলে, তবেই তা ন্যায়শাস্ত্র বিরোধী হয়। কিন্তু যদি বলা যায় যে, কোন এক দৃষ্টভঙ্গীতে তা গতিশীলরূপে অনুভূত হয়ে এবং ভিন্ন দৃষ্টভঙ্গিতে তা স্থিতিশীলরূপে অনূভূত হয়। তাহলে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা জনিত কারণে কোন দোষ হয় না।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ